"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎপরাণাং সত্যম্" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্লোকে এই বিশুদ্ধ ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎবর সাধুগণের মোক্ষাভিসন্ধি প্রমুখ কপটতাশূন্য পরমধর্ম্ম বর্ণিত হইয়াছেন। এস্থানে "পরমধর্ম্ম" বলিতে বিশুদ্ধ ভক্তিই বুঝিতে হইবে। এই শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১০১ অধ্যায়ে—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥

এই দশটি লক্ষণের মধ্যেও যে সদ্ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে; সেই সদ্ধর্ম্ম এবং "ধর্ম্মঃ প্রেজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত পরমধর্ম্মের একই লক্ষণ উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ মহাপুরাণের যে দশটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই দশটি লক্ষণের মধ্যে "ঈশানুকথা" ব্যাখ্যায় "মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত সদ্ধর্ম্ম এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিপাদ্য 'পরমধর্ম্ম' একার্থবাচক। ভগবদ্ভক্তির অভিধেয়ত্ব শ্রীভাগবতের বীজরূপা "চতুঃশ্লোকীতেও" কথিত হইয়াছে, যথা—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ জ্ঞান-বিজ্ঞান রহস্য ও তাহার অঙ্গ এই চারিটি বিষয় বলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই চতুশ্লোকীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও রহস্য এই তিনটি বিষয় ক্রমে "অহমেবাসমেবাগ্রে" "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত" "যথা মহান্তি ভূতানি" এই তিনটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সেই প্রতিজ্ঞাত চারিটি পদার্থের মধ্যে "রহস্য" শব্দের অর্থ প্রেমভক্তি এবং তাহার অঙ্গ শব্দের অর্থ সাধনভক্তি। এস্থানে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকাতেও "রহস্যং ভক্তিস্তদঙ্গং সাধনমিত্যেষা" অর্থাৎ রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং অঙ্গ শব্দের অর্থ সেই প্রেমভক্তি-প্রাপ্তির উপায়রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিশুদ্ধ সাধন-ভক্তি। অতএব ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া—

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা"।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

অর্থাৎ হে উদ্ধব! প্রলয়কালে বিশুদ্ধ ভক্তি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিল না বলিয়া, এই জগতে বেদের মুখ্য আদেশবাণীরূপ এই ভক্তি অপ্রকাশিত ছিল। আমি সৃষ্টির প্রথমে যে আদেশবাণীতে আমার